আল আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনি পতাকা উড়াবই: মাহমুদ আব্বাস

মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ানোর দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছেন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনি জনগণের চলমান আন্দোলন সংগ্রাম কখনোই থামবে না যতদিন না পর্যন্ত মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল আকসা মসজিদে এবং ফিলিস্তিনের রাজধানী বায়তুল মোকাদ্দাস বা জেরুজালেমে ফিলিস্তিনি পতাকা না উড়ানো হয়।

ফিলিস্তিনি ভূমি দখলের ৭২তম নাকাবা দিবস বা বিপর্যয় দিবস উপলক্ষে দেয়া এক ভাষণে মাহমুদ আব্বাস এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকার বানচাল করার জন্য ইহুদিবাদী ইসরাইলের সব পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র ফিলিস্তিনের সব প্রতিরোধকামী সংগঠনের সহযোগিতায় রুখে দেয়া হয়েছে।

তিনি হুশিয়ার করে বলেন, ইহুদিবাদী ইসরাইল যদি পশ্চিমতীরের কোনো একটি অংশ দখলকৃত ভূমির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে তাহলে তিনি তেলআবিবের সঙ্গে সব চুক্তি বাতিল করে দেবেন।

‘ইহুদিবাদী ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র যদি পশ্চিমতীরের ভূমিদখলের ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি বাস্তবায়ন করে তাহলে আমরা তেলআবিব ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে সব চুক্তি বাতিল করব’-যোগ করেন মাহমুদ আব্বাস।

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট বলেন, দখলদার ইসরাইলের নানামুখী ষড়যন্ত্র এবং বিদ্বেষী নীতি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ফিলিস্তিন সরকার জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করবে এবং ফিলিস্তিনিদের পবিত্র ভূমি থেকে দখলদারদের না তাড়ানো পর্যন্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি ইসরাইলের সংসদ নেসেটে একটি বিল উত্থাপন করেছে। ওই বিলে জর্দান উপত্যকা, ডেড সি’র উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমতীরকে ইসরাইলের সার্বভৌম অঞ্চল হিসেবে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ফিলিস্তিন জুড়ে এই পরিকল্পনার নিন্দা চলছে। সুত্র-যুগান্তর

মৃত্যুপুরী যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৭৫৪ জনের মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মাঝখানে তিন দিন মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে আবারও প্রাণহানি বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে দেড় হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তরাষ্ট্রের করোনাভাইরাস পরিস্থিতির সবশেষ হালনাগাদ তথ্যে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা) ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ১,৭৫৪ জনের। তাতে মোট মৃত্যু দাঁড়িয়েছে ৮৫ হাজার ৮৮৪ জন, যা একক দেশ হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। সাড়ে ২৬ হাজার ছাড়ানো আক্রান্ত নিয়ে মোট আক্রান্ত দাঁড়িয়েছে ১৪ লাখ ১৭ হাজার ৩৫০ জন, যা বিশ্বের মোট আক্রান্তের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৪৬ হাজার ৪১৪ জন।

এদিকে কোভিড-১৯ এ প্রাণহানি ও আক্রান্তের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াল্ডওমিটারের তথ্যে বলা হয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ৮৬ হাজার ৯১২ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়।আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ লাখ ৫৭ হাজার ৫৯৩ জন।করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন ৩ লাখ ১৮ হাজার ২৭ জন।গুরুত্র অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসাধীন ৪ লাখ ৪ হাজার ৯৩৯ জন। বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্বে করোনাভাইরাসে মোট মৃত্যু ৩ লাখ ছাড়িয়েছে। আর আক্রান্ত ৪৪ লাখ ৪৫ হাজার ছুঁই ছুঁই।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর চীনের উহান থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে বিস্তার ঘটা এই ভাইরাসকে বৈশ্বিক

মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সুত্র-যুগান্তর

করোনা নিয়ন্ত্রণে ৫ বছর লাগবে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

গেল বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে বিশ্বের ২১২টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত ৪৪ লাখ ৪২ হাজার ৪১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে মারা গেছেন ২ লাখ ৯৮ হাজার ৩৩২ জন।

বিশ্বব্যাপী করোনায় দিন দিন আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই। এখন পর্যন্ত করোনা রোধে কার্যকর কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। এদিকে, করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আনতে ৪ থেকে ৫ বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌমিয়া সোমিনাথান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এক বিবৃতিতে বলেন, আমি চার থেকে পাঁচ বছরের একটি সময়সীমার কথা বলতে চাই। এই সময়ের মধ্যে আমরা এটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব।
তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ভ্যাকসিন। তবে এর কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। একই সঙ্গে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও সুষম বণ্টন নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এখনই করোনাভাইরাসের মহামারীর সমাপ্তি হচ্ছে না। বছরের পর বছর এতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাবে মানুষ।

সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, মানবজাতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংকট হিসেবে কমিউনিটিতে রয়ে যাবে এই ভাইরাস। তাই বিশ্ব নেতাদের এর ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের একটি বিন্দুতে পৌঁছাতে হবে, যাতে এটা আর মহামারী না থাকে।

বুধবার এমন কথা জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, কোভিড-১৯

হবে এইডসের মতো, যা কখনোই শেষ হওয়ার নয়। তাই এই ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন ভাইরাসটির সংক্রমণ এভাবে ছড়াতে থাকলে তার ফল মারাত্মক হবে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

কুয়েত থেকে ফিরেছেন ৩ শতাধিক প্রবাসী কর্মী

কুয়েত থেকে দেশে ফিরেছেন তিন শতাধিক বাংলাদেশী প্রবাসী কর্মী। গতকাল মঙ্গলবার সাড়ে ছয়টায় ১২০ জন এবং অন্য আরেকটি ফ্লাইটে ১৮০ জন কর্মী বাংলাদেশের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছেন।

কুয়েত ফেরত ৩০০ জন কর্মীকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডমোট থেকে জরুরি সহায়তা হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকে প্রবাসী কর্মীদের হাতে এই জরুরি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

কুয়েত ফেরত কর্মীরা বলেন, কুয়েত সরকারের সাধারণ ক্ষমার অধীনে তারা গত ১১ মে দেশে ফেরার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন আর তখন থেকেই কর্মীরা ক্যাম্পে অবস্থান করেন।

কর্মীরা কুয়েত সরকার কতৃক পরিক্ষা করা করোনা (Covid-19) নেগেটিভ সাটিফিকেট নিয়ে দেশে ফেরেন। এদিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য বিভাগ কর্মীদের শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করে হোম কোয়ারেন্টিনের নির্দেশ দিয়ে নিজ নিজ বাড়ির জন্য ছেড়ে দেয়া হয়ে। আজও দু’টি বিশেষ ফ্লাইটে ফিরবেন ৩৪০ বাংলাদেশি বলে জানা যায়।

গত এপ্রিল মাসে কুয়েতে থাকা অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করে দেশটির সরকার।

ওই সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে প্রায় ৫ হাজার অবৈধ অভিবাসী বাংলাদেশি নিবন্ধন করেছে। এরপর ১৬, ১৭, ২১ ও ২২ মে কুয়েত এয়ারওয়েজ ও আল জাজিরার আরো যাত্রীদের ফেরার কথা রয়েছে। সাধারণ ক্ষমায় নিবন্ধনকৃত প্রবাসীদের বিমান টিকেট ও থাকা খাওয়া কুয়েত সরকার বহন করছে। এই সব প্রবাসী পুনরায় নতুন ভিসায় কুয়েতে যেতে পারবে। সূত্র-যুগান্তর

করোনার জেরে তেলের দাম কমছেই; বিশ্ব অর্থনীতিতে উদ্বেগ

বিশ্বজুড়ে চলছে করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারি। এ মহামারির জেরে তেলের চাহিদা কমছে। একইসাথে তেলের দামও কমছে। এর ফলে উদ্বেগ বাড়ছে বিশ্ব অর্থনীতিতে।

সোমবার তেলের দাম অধিকমাত্রায় হ্রাস পায়। কারণ, করোনা সংক্রমণের ঢেউ বিশ্বব্যাপী আছড়ে পড়ায় চাহিদা কমছে। সৌদি আরবও অতিরিক্ত সরবরাহ ও সীমিত দামের ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০২১ ভোটের অনেক বাকি,

তেলের দাম হ্রাস পেয়েছে ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারস ব্যারেল প্রতি দাম ২৯.৬০ ডলার দাঁড়িয়েছে। ৪.৪ শতাংশ হারে ১.৩৭ ডলার হ্রাস পেয়েছে মূল্য। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডাব্লুটিআই) অপরিশোধিত তেলের দাম হ্রাস পেয়েছে ৬০ সেন্ট। অর্থাৎ ২.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৪.১৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে ওই দাম। তেলের চাহিদাও কমেছে বিশ্বব্যাপী তেলের চাহিদা প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

করোনা ভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে পরিবহণ ব্যবস্থা থমকে গেছে। ভাইরাসজনিত কারণে এ বছর অপরিশোধিত ফিউচার ৫৫ শতাংশের বেশি কমেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লকডাউন হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা সামান্য বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বর্তমানে।

সোমবার জার্মানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাস

সংক্রমণে লকডাউন লঘু করার পরে দ্রুত ত্বরান্বিত হচ্ছে। চিনে করোনা প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল উহানে এক মাস আগে লকডাউন উঠে। তারপরে সংক্রমণের প্রথম ক্লাস্টার হয়ে ওঠে। ফের করোনার থাবায় তেলের চাহিদা বাড়ছে না। রবিবার দক্ষিণ কোরিয়া ভাইরাসের দ্বিতীয় তরঙ্গ সম্পর্কে সতর্কও করেছিল।

এদিকে, সৌদি এনার্জি মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, প্রথম দিকে তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাতীয় তেল সংস্থা সৌদি আরমেকোকে অপরিশোধিত তেলের উত্পাদনকে প্রতিদিন আরও এক মিলিয়ন ব্যারেল কমাতে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রণানয়।

সূত্র : ওয়ান ইন্ডিয়া

নতুন হটস্পট ব্রাজিল, ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৮৮১ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে। বলা যায় নতুন হটস্পট হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রাজিল। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছে দেশটিতে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে ৮৮১ জনের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছে।

এখন পর্যন্ত ১২ হাজার ৪শ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫৮৯ জন মানুষ। শুধুমাত্র ২৪ ঘণ্টায় করোনা পজেটিভ এসেছে ৯ হাজার ২৫৮ জন মানুষের। আক্রান্তের সংখ্যার দিকে দিয়ে বিশ্বে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেনের পরেই ব্রাজিলের অবস্থান। ওয়াশিংটনে একটি ব্রিফিংয়ে প্যান আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থার কমিউনিকেবল রোগ বিভাগের প্রধান মার্কোস

এসপিনাল বলেন, বেশ কয়েক দিন ধরে ব্রাজিলের যে পরিস্থিতি তা উদ্বেগ তৈরি করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ব্রাজিলে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। গত সপ্তাহে প্রকাশ পাওয়া গবেষণার লেখক ডোমিংগো আলভেস বলছেন, হাসপাতাল থেকে ছাড় পাওয়া মানুষের পরিসংখ্যান বলছে দেশে প্রকৃত সংক্রমণের সংখ্যা সরকারী হিসেবের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে দেশে শিথিল হচ্ছে লকডাউন, ফের সংক্রমণ বাড়ার শঙ্কা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিথিল হচ্ছে লকডাউন পরিস্থিতি। আর এই কারণে সংক্রমণ বাড়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এর মধ্যেই সংক্রমণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলেও ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এছাড়া কড়াকড়ি শিথিল করতে শুরু করেছে বলকান রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়াসহ প্রতিবেশী আরও কয়েকটি দেশ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণ ওঠানামা করছে। আবারও কোথাও কোথাও বাড়ছে নতুন শনাক্ত।

এ অবস্থায় ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লকডাউন শিথিলের প্রক্রিয়া নিয়ে তাড়াহুড়ো না করে ধীরগতিতে তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
সোমবার জেনেভায় নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক আশঙ্কা প্রকাশ করে আরও বলেন, বিভিন্ন দেশ লকডাউন শিথিল করায় সামনে ভাইরাসটির সংক্রমণের হার আরও বাড়তে পারে।

এদিকে রাশিয়ায় করোনা সংক্রমণ যখন বেড়েই চলেছে, ঠিক তখন দেশটিতে ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সোমবার টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে তিনি আরও জানান, মঙ্গলবার থেকেই ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিল শুরু হলেও মূলত তা নির্ভর করবে আঞ্চলিক

গভর্নরদের সিদ্ধান্তের ওপর।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার থেকে দেশজুড়ে লকডাউন শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও করোনার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। কয়েকটি অঞ্চল এ মুহূর্তে তুলনামূলক নিরাপদ হলেও এখনও ঝুঁকিমুক্ত নয়। আর তাই সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি আমি।

লকডাউন কিছুটা শিথিল হয়েছে প্রতিবেশী বলকান রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়াতেও। ক্রোয়েশিয়ায় চলতে শুরু করেছে গণপরিবহনও। খুলে দেয়া হয়েছে রাজধানী জাগরেব-এর বিমানবন্দরও।

এখানকার বাসিন্দারা বলেন, আমরা সবাই সতর্কতা মেনে চলছি। গ্লাভস না পরলেও বারবার স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করছি আমরা।

বিমানবন্দরের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটাইজার রাখা আছে। যেহেতু এখানে অনেক মানুষ যাতায়াত করছে তাই নিজেদের সুরক্ষিত রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এছাড়া লকডাউন শিথিল করায় ইউরোপের আরেক দেশ চেক প্রজাতন্ত্রেও খুলে দেয়া হয়েছে বার, রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন দোকাট পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তুরস্কেও শিথিল করা হয়েছে কড়াকড়ি ও নিষেধাজ্ঞা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

‘করোনার ওষুধটি আফ্রিকায় আবিষ্কৃত বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ’

প্রাণঘাতী করানাভাইরাসের বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রকোপে অসহায় হয়ে পড়েছে আধু্নিক বিশ্ব। কেননা, এখনও পর্যন্ত এর পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও সফল প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি।

এরই মধ্যেই আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার একটি হার্বাল ওষুধ আবিষ্কার করেছে। যেটার নাম কোভিড অর্গানিকস। দেশটির রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনার দাবি, এই হার্বাল সেবনে মাত্র ১০ দিনে করোনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠা যায়।

ওষুধটি আফ্রিকা মহাদেশে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। মহাদেশটির বিভিন্ন দেশ মিলিয়ন বোতল কিনতে শুরু করে। অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় কেনার। কিন্তু বাঁধ সাধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন এই হার্বাল ওষুধ ক্রয় ও সেবনে সতকর্তা জারি করে। আর মাদাগাস্কারকে বলে এই ওষুধ যে সত্যি সত্যিই করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে।
সোমবার মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, এটা আফ্রিকার ওষুধ বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ। ইউরোপের হলে তারা এমনটা করত না।

সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স২৪ কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটা যদি ইউরোপের কোনও দেশ আবিষ্কার করত, তাহলে কি এটা নিয়ে এত সন্দেহ থাকত? সমস্যা হল এটা আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা এটা মানতে পারছে না যে পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশ মাদাগাস্কার বিশ্বকে রক্ষা করতে এই ফর্মুলাটি আবিষ্কার করেছে।’

‘করোনাভাইরাস রুখতে ও সারাতে কোভিড অর্গানিকস কার্যকর। আমরা করোনা আক্রান্তদের এটা সেবন করিয়ে ফল পেয়েছি। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে এটা সেবন করানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই হার্বাল ওষুধ সেবন করে কেউ কেউ ৭ দিনে ও কেউ কেউ ১০ দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এটার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রীয়া নেই,’ যোগ করেন তিনি।

কোভিড অর্গানিকসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মাদাগাস্কার গেল বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। দুটি দেশ মিলে এটা যে করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বের করবে। তথ্যসূত্র: ফ্রান্স২৪, আনাদোলু এজেন্সি

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

সুখবর দিল চীন, করোনা ভ্যাকসিন পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্য

করোনাভাইরাস মহামারীর থাবায় বিশ্ব আজ জবুথুবু হয়ে পড়েছে। একের পর এক দেশে চলছে লকডাউন, স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতির চাকা। ঠিক এসম সময়ে সুখবর দিল চীন। সম্প্রতি বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন (প্রতিষেধক) প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন চীনা গবেষকরা। খবর ডিএনএ ইন্ডিয়ার।

তারা বলছেন, বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন। ভ্যাকসিনটির নাম পিকোভ্যাক। বেইজিংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক বায়োটেক এ ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রচলিত ভাইরাসপ্রতিরোধী প্রক্রিয়াই অনুসরণ করেই ভ্যাকসিনটি তৈরি করা হয়েছে। কোনো প্রাণীর শরীরে এটি প্রয়োগ করলে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা ভাইরাস ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

মার্চ মাসের শুরুতে রিসাস ম্যাকাকিউস প্রজাতির একদল বানরের শরীরে নতুন উদ্ভাবিত পিকোভ্যাক ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করেন চীনা গবেষকরা। এর তিন সপ্তাহ পরে বানরগুলোকে করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে নেয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে দেখা যায়, যেসব বানরের শরীরে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছিল তারা করোনায় সংক্রমিত হয়নি।
আর যেসব বানরকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়নি তাদের ফুসফুসে করোনাভাইরাসে উপস্থিতি পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটির শরীরে নিউমোনিয়ার উপসর্গও দেখা দেয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যায়ে এ গবেষণার ফলাফল লাভের পর মানবদেহেও পিকোভ্যাকের ট্রায়াল শুরু করে বিজ্ঞানীরা।

উল্লেখ্য, মহামারী করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এর ভ্যাকসিন তৈরিতে গবেষণাগারে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ভ্যাকসিনটির দ্রুত আবিষ্কারে ঝুঁকি নিয়েই সরাসরি মানবদের এর প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়েছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইরোলজিস্টরা। সেসব

পরীক্ষায় এখনও শতভাগ সাফল্য না আসলেও ভিন্ন এক সফলতার কথা জানাল চীনের বিজ্ঞানীরা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশে আটকেপড়া নাগরিকদের ফেরত নিচ্ছে ভারত

করোনাভাইরাসের কারণে বাংলাদেশে আটকেপড়া নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে ভারত সরকার।

আজ শুক্রবার থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রথম পর্যায়ে এয়ার ইন্ডিয়ার সাতটি ফ্লাইটে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। প্রতিটি ফ্লাইটে প্রায় ১৭০ যাত্রী বহন করা হবে।

এসব ফ্লাইটে ভারতীয় নাগরিকদের ৮, ১২ ও ১৩ মে শ্রীনগর, ৯ ও ১১ মে দিল্লি, ১০ মে মুম্বাই ও ১৪ মে চেন্নাই নিয়ে যাওয়া হবে।

এতে আরও বলা হয়, আজ প্রথম ফ্লাইটে ঢাকার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে আটকেপড়া শিক্ষার্থীদের শ্রীনগরে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

এদিন ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাশ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া প্রথম দলটিকে বিদায় জানান এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদে দেশে ফেরার শুভেচ্ছা জানিয়ে হাইকমিশনার বিদেশে ভারতীয় নাগরিকদের কল্যাণে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

তরুণ শিক্ষার্থীরা ঈদের আগে বাড়ি ফিরতে পারায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থীদের ভারতে পৌঁছার পর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার পরামর্শ দেন রিভা গাঙ্গুলী।

প্রসঙ্গত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিদেশে আটকেপড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে নিতে ‘বন্দে ভারত মিশন’ নামে প্রত্যাবাসন কার্যক্রম শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।